৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৩০ শ্রাবণ – ৫ ভাদ্র শ্রাবণ, ১৪২৭ ঃ ১৫ আগস্ট – ২১ আগস্ট, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 41, 15 AUGUST- 21 AUGUST, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেরলের কোঝিকোড় বিমানবন্দরে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

১০ নম্বর রানওয়েতে নামতে গিয়ে পিছলে ৩৫ ফুট গভীর খাতে পড়ে দুটুকরো হয়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার আইএক্স ১৩৪৪ উড়ান। ১৮৪ জন যাত্রী, ২ জন পাইলট ও ৪ বিমানকর্মীর মধ্যে পাইলট সহ মারা গেলেন ১৭ জন।

রবিবার : কোভিড চিকিৎসার খরচ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালের

রক্তচোষা নীতি নিবারণে অ্যাডভাইসারি জারি করল রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে হয়রানি অব্যাহত। গড়িয়াহাটে অসুস্থ হয়ে পড়া এক বৃদ্ধকে ভর্তি করতে পারল না পুলিশও।

সোমবার : আত্মনির্ভর ভারতের দিকে আরও এককদম এগোল

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ১০১টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা। কামান, সাবমেরিনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পণ্যবাহী বিমান, রাইফেল, সাঁজোয়া গাড়ি সহ বহু জিনিস তৈরি হবে ভারতেই।

মঙ্গলবার : একদিনে রাজ্যে কোভিড আক্রান্ত চার চিকিৎসকের

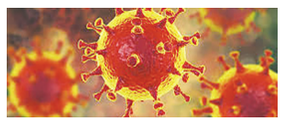

মৃত্যু আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রান্ত বাড়লেও সুস্থতার সংখ্যা বেশি থাকায় জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু একের পর এক চিকিৎসকরা মারা যাওয়ায় চিকিৎসা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বুধবার : অবশেষে রাশিয়া করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করে খোদ

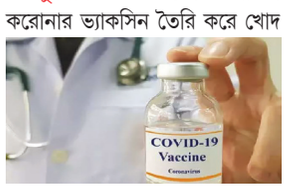

প্রেসিডেন্টের মেয়েকে তা প্রয়োগ করায় পৃথিবী জুড়ে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। কেউ একে স্বাগত জানাচ্ছেন আবার, কেউ এই তাড়াহুড়োকে মানতে নারাজ। ভারতও মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে তারা তাড়াহুড়ো করতে রাজি নয়।

বৃহস্পতিবার : স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক যে কোনও স্তরের

সরকারি কোভিড যোদ্ধাদের মৃত্যু হলে নিকট আত্মীয়কে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এমনকি তিনি চিরকালের মতো পঙ্গু হলেও মিলবে এই সুযোগ।

শুক্রবার : প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তণ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন দিল্লির সেনা হাসপাতালে। মাথায় অস্ত্রপচার হয়েছে তাঁর। রাখা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে। কিন্তু চলে গেলেন গভীর কোমায়। ভারতবাসীর মন খারাপ। **সবজান্তা খবরওয়ালা**

রাজ্য সরকার কি অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে?

ওঙ্কার মিত্র : সংসার কিংবা দেশ। সর্বত্রই অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। পরিচালনার মূল দণ্ড তার করায়ত্ত। পরিবারের সদস্যদের জীবন-জীবিকা এমনকি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি নির্ভর করে তার উপর। অভিভাবক তার নিরপেক্ষতা হারালে, নিজেই ছল-চাতুরির আশ্রয় নিলে, স্বজন পোষণে লিপ্ত হলে এবং স্বার্থান্বেষী হয়ে পড়লে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, রাষ্ট্র অরাজকতার শিকার হয়ে পড়ে। এই অস্থিরতার সুযোগ নেয় অন্যরা।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা দেখে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে রাজ্য সরকারও কি ক্রমশঃ অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে? বেশ কয়েকটি ঘটনা পরম্পরা যেন সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে তুলছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন সর্বক্ষেত্রে চলছে অবাধ্যতা। সরকারের শীর্ষস্তর থেকে বারবার বলা সত্ত্বেও করোনার মতো মহামারির পরিস্থিতিতেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাজি নয় স্বাস্থ্য ব্যবসায় নিয়োজিত কারবারিরা। সেবার অছিলায় মানুষকে সর্বশান্ত করতে এতটুকুও কম্পিত নয় তারা। এমনকি সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করতেও তারা পিছপা নয়। শুধু বেসরকারি

ক্ষেত্রেই নয় রোগাক্রান্ত মানুষ হয়রান সরকারি হাসপাতাল নিয়েও। সেখানে বেডের নামে চলছে দালাল রাজ, মিথ্যার বেসাতি। এমনকি সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলে ছোট খাটো অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ীরাও রক্ত চুষতে উদ্যত। অথচ অভিভাবক নির্বিকার। স্বাস্থ্য দফতরও কি একই পথের পথিক? গত এপ্রিল মাসে সরকার কোভিড আক্রান্ত করোনা যুদ্ধের 'ফ্রন্ট লাইনার'-দের ১ লক্ষ টাকা দেবার কথা ঘোষণা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ইউনাইটেড অক্সিলারি নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ তাদের ৫৫ জন আক্রান্ত হলেও টাকা পেয়েছেন ১ জন। এমনকি যাদের মৃত্যু হয়েছে তারাও এখনও কোনও আর্থিক সাহায্য পায়নি। আশাকর্মীদের অবস্থাও তথৈবচ। তাদের ৭৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছেন ২ জন। কিন্তু কেউই এখনও টাকা পায় নি। পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের অভিযোগ তাদের ২১ জন আক্রান্ত হলেও কোনও ক্ষতিপূরণ মেলে নি। এমনকি তাদের বাড়তি ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার যে ঘোষণা হয়েছিল তাও জুলাই মাস থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অভিভাবকের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ স্বাস্থ্যকর্তারাও।

অভিভাবককে উপেক্ষা খাদ্য দফতরেও। মাত্র মাস খানেক আগে ২১ জুলাই রাজ্যের অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে ২ কেজি চাল ও তিন কেজি গম দেওয়ার কথা জানালেও খাদ্য দফতরের নির্দেশে তা ১ কেজি চাল ও ১ কেজি গমে এসে ঠেকেছে। অবশ্য শোনা যাচ্ছে এ নির্দেশ নাকি ২১ জুলাইয়ের আগেই রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য অভিভাবকের অজ্ঞতা না অভিভাবকের অবমাননা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এরপর তিনের পাতায়

হংকং-এ দমন, তাইওয়ানে আগ্রাসন

বাম চিনের সন্ত্রাস অব্যাহত

শক্তি ধর : চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়লে জানা যায় বুদ্ধের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুদূর চিন থেকে বহু কষ্ট সহ্য করে তাঁরা তথাগতের পবিত্র জন্মভূমি ভারতবর্ষে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত নির্যাস ও শিক্ষা গ্রহণ করতে। নিয়ে গিয়েছেন এদেশের প্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কৃতি। নিজেরাই স্বীকার করেছেন ভারতভূমিতে এসে তাঁরা ধন্য হয়েছেন। ভারতবাসী আজও এই দুই পরিব্রাজককে ভুলতে পারে নি। তাঁদের ঐতিহাসিক উপাদান আজও ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে।

কিন্তু সে চিন আজ অস্তমিত। কালের করাল ছায়ায় বুদ্ধবাদী চিন আজ যুদ্ধবাদীতে পরিণত হয়েছে। পবিত্র ভারতভূমির শিক্ষা-সংস্কৃতি নয়, আজ চিনের চাই ভারতের মাটি। তাই বুদ্ধের অহিংস চিন এখন আগ্রাসী লাল চিন, বামপন্থী চিন। তার লোভ এখন পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতির উপর নয়, অন্য দেশের সীমানার উপর। যেন তেন প্রকারেণ গ্রাস করতে চায় অন্যের স্বাধীনতা। লোভের আগুন কোনও গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই শুধু ভারত নয়, হংকং-কে পদানত রাখতে চায় চিন, তাইওয়ানকে চায় গ্রাস করতে।

কিন্তু 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।' তাই হংকং উত্তাল হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। স্বায়ত্তশাসন তো দূর অস্ত, আরও কঠোর দমনমূলক আইন পাশ করে চিন সেখানে পাশবিক অত্যাচার

শুরু করেছে। নয়া নিরাপত্তা আইনে একের পর এক গ্রেফতার করা হচ্ছে প্রতিবাদীদের। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা ২৩ বছরের যুবক অ্যাগনেস চাউ থেকে শুরু করে গ্রেফতার করা হচ্ছে 'অ্যাপল ডেলি'-র কর্ণধার ষাটোর্দ্ধ জিম্মি লাইকে। আমরা ভারতবাসীরা জানি নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করলে শাসকের বুটের তলায় চিরদিন চাপা থাকে না। হংকং-এ নিশ্চয়ই উঠে আসবেন আর এক নেতাজি সুভাষ। ডাক দেবেন 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' একদিন রক্তের বিনিময়ে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে হংকং-এর মানুষ।

এরপর তিনের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ও রাজ্য রাজনীতি

পার্থসারথি গুহ : কোভিড আবহেও এদেশে রাজনীতি যে পাট গুটিয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং মাস কয়েক বা বছরখানেকের মধ্যে যেসব রাজ্যে ভোট আছে তা নিয়ে চোরাস্রোত বয়েই চলেছে। এর মধ্যে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ দুইই রয়েছে। বিহারে নীতিশ কুমারের মার্কশিট যথেষ্ট ভালো। তার ওপর প্রধান প্রতিপক্ষ লালু ব্রিগেড নিশ্চিতভাবে অনেক দুর্বল। বিহার পুনর্দখল নিয়ে চিন্তা না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে পদ্ম শিবিরে প্রচুর চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান চিন্তাটা নিশ্চয়ই রাজ্যের কাণ্ডারী কে হবেন তা নিয়ে।

ইতিমধ্যেই বাংলার প্রথম শ্রেণির গণমাধ্যমে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট নিয়ে বেশ রমরম আলোচনা শুরু হয়েছে। তারমধ্যে প্রথম নামটা যদি ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হন, তবে দ্বিতীয় নামটি নিয়েও যথেষ্ট আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের এক সর্বত্যাগী সাধুর নাম এই তালিকায় দেখে স্বভাবতই এক শ্রেণি থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এও স্পষ্ট করা হচ্ছে এই সন্ন্যাসী যে আদর্শে বিশ্বাসী তা কখনই রাজনৈতিক মঞ্চকে উৎসাহিত করে না। অবশ্য বিপক্ষ একটা মতামতও রয়েছে। তা

হল উত্তরপ্রদেশে যদি আদিত্যনাথ যোগী সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েও রাজনীতিতে আসতে পারেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সেটা সম্ভব নয় কেন? সমাজের বা জাতির উন্নতির জন্য ত্যাগী মানুষও সেক্ষেত্রে রাজনীতির পতাকা ধরতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন এই পন্থায় বিশ্বাস করে না। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের নাম যেন না জড়ানো হয়। একথাটা স্পষ্ট করে বলার পর এদিক থেকে জল্পনা হয়তো কিছুটা কমবে।

তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে যে রটনা তার কতটা ঘটনা সে নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। এ নিয়ে প্রথম শ্রেণির দৈনিকে ' নেতা কম পড়িয়াছে' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়ও বেরিয়ে গিয়েছে। তাতে মূলত এটাই বলার চেষ্টা হয়েছে রাজ্যে বিজেপির যোগ্য নেতা সেভাবে নেই। তাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সফল বাঙালি ব্যক্তিত্বের নাম ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে আরও এক সফল বাঙালি মিঠুন চক্রবর্তীর নামও জল্পনার জালে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সবক্ষেত্রেই এও বলা হয়েছে অন্যান্য রাজ্যের মতো এই ব্যাপারেও শেষ কথা বলবে বিজেপির আত্মা বলে পরিচিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ।

রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা ও তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আগত হেভিওয়েট নেতা মুকুল রায়কে একমঞ্চে এনে যতই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন, এখনও কিন্তু এঁদের বিজেপি সেইস্তরের নেতা হিসেবে দেখছে কিনা তা নিয়েই লাখ টাকার প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের শাসক শিবিরের সব থেকে বড় আশার জায়গা হল মুখ্যমন্ত্রীত্বের মামলায় তারা এক এবং অদ্বিতীয়ম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রাখতে পারছে। হাজারো ব্যর্থতা সামলে ঘাসফুলকে আলো দেখাতে যা রীতিমতো পরীক্ষিত।

এরপর তিনের পাতায়

ফোর্ট উইলিয়াম এর নাম নেতাজি দুর্গ হবে না কেন?

ড. জয়ন্ত চৌধুরী : ব্রিটিশের দেশত্যাগের পর বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পথঘাটের নামকরণ ভারতীয়দের নামে হয়েছে। শহিদ মিনার, মহাকরণ থেকে শুরু করে রাজভবন, রবীন্দ্র সেতু প্রভৃতি। সারা ভারতে নেহেরু ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের নামে অসংখ্য সরকারি প্রকল্প, সামরিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান, ব্রিজ, ভবন, পথঘাট ইত্যাদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ভুলিয়ে দিতে এবং ভুলিয়ে রাখতে নানা রঙের সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তবে বর্তমান মোদী সরকার কিছুটা হলেও নেতাজির ব্যাপারে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে। পূর্ব ভারতে ব্রিটিশের একদা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, যেখানে কলেজ জীবনে সুভাষচন্দ্র চার মাস থেকে রীতিমতো সফলভাবে মিলিটারি ট্রেনিং সম্পন্ন করেছিলেন। ভারতীয় সেনা বাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গ নেতাজির নামে উৎসর্গ করা হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী

শাসকের নামাঙ্কিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নামকরণ নেতাজি দুর্গ করার মাধ্যমে সরকারের আরও একবার প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা প্রকাশ পাক। এর আগে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ-এর স্মৃতি বিজড়িত আন্দামানের রস দ্বীপের নামকরণ নেতাজি দ্বীপ এবং হ্যাভলক ও নীল দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। সেই ধারাবাহিকতায় কলকাতার বুকে ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তন করে সর্বকালের সেরা দেশপ্রেমিকের নামে করা হলে নেতাজির প্রতি দীর্ঘ অসম্মান ও উপেক্ষার কিছুটা হলেও অবসান হবে। সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দের রণসংগীত ইতিমধ্যেই অভিভুক্ত হয়েছে। এমন সামরিক দেশ প্রেমিক যোদ্ধা নেতাজির নামে সামরিক দুর্গের নামকরণের প্রস্তাবে আশা করা যায় সব দলের এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক সমর্থন থাকবে।

সরকারি ভাবে কন্টেনমেন্ট জোন উদাসীন প্রশাসন

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কীর্তন খোলা সরকারি ভাবে কন্টেনমেন্ট জোন হওয়া সত্ত্বেও এখানে লকডাউনের কোনও নিয়মই মানা হচ্ছে না। শুধুমাত্র সাপ্তাহিক যে সম্পূর্ণ লক ডাউনের দিন সব বন্ধ থাকছে। এমনকি এই কীর্তন খোলায় কন্টেনমেন্ট জোনের কোনও পোস্টার বা সরকারি আদেশের সাইনবোর্ডও নেই। এ ব্যাপারে বিষ্ণুপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে, থানা সূত্রে জানা যায় ওই বিষয়টা বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও দেখবেন। বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের বিডিও অতনু দাস বলেন, কীর্তনখোলা সরকারিভাবে কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যেই পড়ে। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের একটা মতভেদ হওয়ায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিডিও বলেন, ঠিক আছে আমি কন্টেনমেন্ট জোনের বোর্ড লাগাবার ব্যবস্থা করছি। বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবনাথ ঘোষ তো প্রথমে স্বীকারই করতে চাননি যে, কীর্তনখোলা কন্টেনমেন্ট জোন। তারপর বিডিওকে ফোন করে নিশ্চিন্ত হন। দেবনাথ বাবু বলেন,

আমরা ব্যবসায়ীরা শীঘ্রই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনে কড়াকড়ি লক ডাউন চলছিল বাখরাহাটে। কিন্তু দীর্ঘ লকডাউনে ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়ছিল। বাখরাহাট কীর্তনখোলা এলাকায় যেভাবে মানুষ জন আক্রান্ত হচ্ছিল, তাতে উদ্বেগও বাড়ছিল। সরকারের নির্দেশের বাইরে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। কিন্তু ২৭ জুলাই প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে, একটা রফা সূত্র বার করা হচ্ছিল। সেই সময় কয়েক জন ব্যবসায়ী পৃথক ব্যবসায়ী সমিতির তৈরি করার লক্ষে অন্য ব্যবসায়ীদের মগজ ধোলাই করে। তারপর কন্টেনমেন্ট জোন হওয়া সত্ত্বেও কীর্তন খোলায় সব খোলা।

অনেক মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী সমিতি কি লকডাউনের নিয়ম কানুন ঘোষণা করতে পারে?

করোনা আবহে উত্তপ্ত বারাকপুরে টানটান উত্তেজনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণা : বিগত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বিজেপি যে দুটি আসনে জয় লাভ করেছে, তার মধ্যে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র অন্যতম। বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই এখানকার পরিস্থিতি বিজেপি বনাম তৃণমূলের রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যা এখনও অব্যাহত। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হল বারাকপুর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল ও টিটাগড়। মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই এখানে অবাঙালি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করোনা আবহের মধ্যেও রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে তৃণমূল, বিজেপি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসাব বলছে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় বর্তমানে বিজেপি ও তৃণমূলের শক্তি প্রায় সমান সমান। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বলছে ভাটপাড়া ও টিটাগড়ে বিজেপি অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। জগদ্দলেও বিজেপির সংগঠন বাড়ছে। নৈহাটি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। আমডাঙায় জমি দখলের লড়াই চলছে সমানে সমানে। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এখন বিজেপি-তৃণমূল সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে। স্থানীয়দের মতে সিপিএম যেমন শেষদিকে পুলিশ নির্ভর হয়ে পড়েছিল, তেমনই তৃণমূলও এখন সেই পথে হাঁটছে।

বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এখানে বিজেপির জনসমর্থন ব্যাপক আছে। তবে আমাদের উপর তৃণমূলের গুণ্ডাগিরি সহ পুলিশী দমন-পীড়ন চলছে নিয়মিত। বিজেপির লোকেরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাদের উপর হামলা সহ মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। পনেরো আগস্টের দিন পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যেই পুলিশ দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আমাদের উপর। আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারে, তাহলে বিজেপির জয় আটকানো যাবে না।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সিটু ইউনিয়নের সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'করোনা আবহের মধ্যেও বারাকপুরে বোমাবাজি করে এলাকা উত্তপ্ত করা হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

বেহাল গোচরণ জয়নগর রাজ্য সড়ক, নজর নেই প্রশাসনের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল প্রাচীন রাজ্য সড়ক। প্রশাসনের নজর নেই বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের। ঘটনায় প্রকাশ, গত দুবছরেরও বেশি সময় ধরে বেহাল গোচরণ মথুরাপুর কুলপি রাজ্য সড়কের। খুব খারাপ হলে মাঝে মধ্যে তাপ্পি দিয়েই দায় সারে পূর্ত দপ্তর। বারুইপুর থেকে গোচরণ, দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণুপুর হয়ে কুলপি অবধি বিস্তৃত এই কুলপি রাজ্য সড়কটি। এটি বহু প্রাচীন রাজ্য সড়ক। দিনে কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে এই সড়কের উপর দিয়ে। গোচরণ থেকে মথুরাপুর বাপুলিবাজার প্রায় ২৩ কিমি। বর্তমানে সবচেয়ে বেহাল অবস্থা গোচরণ বাস মোড়, বেলিয়াচন্ডী বাজার, সরবেড়িয়া বাজার, মলিঘাটি, বাংলার মোড়, পদ্মেরহাট স্কুল মোড়, রমাকান্তবাটি, নুরাল্লাপুর, আদ্যমহেশতলা, দক্ষিণ বারাশত বাজার, মগরাহাট মোড়, সিনেমা তলা, জলের ট্যাংক, দাসপাড়া, জোড়াপুল, হাসিমপুর, কামারপাড়া, নাইয়াপাড়া, কলুরমোড়, বহড়ু বাজার, ঢিবিরহাট, কাকাপাড়া, মুচিপাড়া ,দুর্গাপুর তালতলা, লাইব্রেরির মোড়, পেট্রোল পাম্প,জয়নগর মিরগঞ্জ বাজার, মিত্রপাড়া, থানার মোড়,খিরিশতলা, রথতলা, স্টেশন মোড়, ব্যানার্জী পাড়া মোড়, তিলি পাড়া, বংশীধর পুর, মৌজপুর, শিবতলা, সাউথ বিষ্ণুপুর, মথুরাপুর রেলগেট ও হাসপাতাল মোড়- এর মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক দক্ষিণ বারাশত এবং জয়নগর মজিলপুর পুরসভার অন্তর্গত প্রতিটা মোড়। বেহাল রাস্তায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা

লেগেই আছে। প্রায় দিন ছোট গাড়ি যাত্রী বা মালপত্র সমেত উল্টে যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার অটো, টোটো, মোটরভ্যান সহ ভারী ভারী গাড়ি চলাচল করে। কুলতলি, কৈখালি বা মৈপীঠ যেতে হলে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হয় সমস্ত গাড়িকে। জয়নগর রুটের কয়েকজন অটো চালক বলেন, আমরা গতি ধারা প্রকল্পে লোন করে গত বছর গ্যাস অটো কিনেছি। একে লকডাউন চলছে তার উপর বেহাল রাস্তা দিয়ে যাত্রী পরিবহন করতে গিয়ে আমাদের প্রতিদিন গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। কি ভাবে লোন শোধ করবো বুঝতে পারছি না। কবে এই রাস্তা সারানো হবে তাঁর উত্তর কে দেবে। দক্ষিণ বারাশতের এক টোটো চালক বলেন, মাঝে মধ্যে কিছু ইট দিয়ে রাস্তার গর্ত গুলো বোঝানো হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৫ আগস্ট – ২১ আগস্ট, ২০২০

ইতিহাস পালটে দেওয়ার সময় এসেছে

সাতটা দশক চলে গেছে। অখন্ড ভারতবর্ষ খন্ডিত হয়েছে। এখন সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান, ভারত আর বাংলাদেশ। মূল শিকড়টা কিন্তু একই। তৎকালীন ভারতীয় কিছু ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব আর ব্রিটিশের কূটনৈতিক চালে শুধুমাত্র ধর্মের জিগির তুলে দেশ ভাগ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বস্ব হারানোর বেদনা নিয়ে ১৪ ও ১৫ আগস্ট 'স্বাধীনতা'র আড়ালে দুটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন তৈরি হয়েছিল। কোনও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এই হস্তান্তরিত নব গঠিত দেশ দুটিকে সেভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। কমনওয়েলথ ভুক্ত ভারত আজ রাষ্ট্র সংঘের তালিকাভুক্ত রাষ্ট্র। ১৯০ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে হাজার হাজার দেশব্রতী সংগ্রামী মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল অখন্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার। শেষ পর্যায়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণ থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের ভারত অভিযান ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল দ্রুত দেশভাগ করতে। সেদিন গান্ধিজী মৌন থেকে জিন্না–নেহেরু–মাউন্ট ব্যাটেনের দেশভাগকে মদত দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী কালে লালকেল্লায় মধ্য রাতের স্বাধীনতা উৎসবের ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং গান্ধিজী।

ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে বহুবার। খন্ডিত ভারতের শাসকের বদলও হয়েছে অনেকবার। তবু সব সত্য প্রকাশ্যে আসেনি আজও। দেশের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বই প্রকাশ করেছিলেন। শর্ত ছিল দেশভাগ সম্পর্কিত কতগুলি অধ্যায় যেন তাঁর মৃত্যুর ৩০ বছর পরে প্রকাশ করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই লেখাগুলি পরবর্তী কালে প্রকাশিত হলেও তেমন বিতর্কিত কোনও তথ্য মেলেনি। প্রশ্ন উঠেছে পরবর্তী কালের লেখাগুলির মৌলিকত্ব নিয়ে।

সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজি সম্পর্কিত ৩০০–র বেশি ফাইল প্রকাশ করেছে। সব ফাইল অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে এমনটা বলা যায়না। আরও বহু ফাইল প্রকাশের অপেক্ষায়। ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল গুলি সম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। মূল নথিপত্রের সম্পাদনার প্রয়োজন কেন ছিল এ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন মহা সত্যকে এবং কোন শর্তকে গোপন করতে দ্রুত আড়াই মাসের মধ্যে দেশভাগ কার্যকর করতে হল ব্রিটিশকে সে প্রশ্ন আজও অধরা। দেশভাগ সম্পর্কিত এদেশ ওদেশে থাকা যাবতীয় নথি দ্রুত প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিক সরকার। রাজনৈতিক স্বচ্ছতার প্রমাণ দিক তারা।

সাম্প্রতিক কালে কিছু নথি থেকে জানা যাচ্ছে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেঞ্চ অ্যাটলি জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ ভারত ছাড়ো আন্দোলন কিংবা গান্ধিজীর জন্য নয় তাদের দেশত্যাগ ছিল নেতাজির ভারত অভিযান, আজাদ হিন্দ ও নৌবিদ্রোহের প্রচণ্ড অভিঘাতের কারণেই । এতো বছর পরিবার তন্ত্রের শাসনের কারণেই ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটেছে। অহিংসা ম্যাজিকে দেশ স্বাধীনের গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম জেনে এসেছে এতোকাল। ইতিহাস বদলে দেওয়ার সময় এসেছে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সাত

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূত্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ।।৭।।

একত্বম অনুপশ্যতঃ– এই শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল জীবগণের মধ্যে একত্ব দর্শন করতে হবে। পূর্ণের এক একটি ক্ষুদ্র কণিকায় ভগবৎ সত্তার গুণাবলীর শতকরা আশি ভাগ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পরিমাণগতভাবে তারা ভগবানের সমান নয়। জীবাত্মা পরমেশ্ব ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলে সেই গুণগুলি অণু পরিমাণে জীবাত্মার মধ্যে বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমগ্র সমুদ্রের জলে মিশ্রিত লবণ এবং সেই সমুদ্রের একবিন্দু জলে মিশ্রিত লবণের পরিমাণের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণের গুণগত বিচারে সমুদ্রের একবিন্দু জলের লবণের সঙ্গে সমুদ্রের লবণের কোন পার্থক্য নেই। গুণ ও পরিমাণগত বিচারে যদি জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমান হত, তা হলে তার জড় শক্তি প্রভাবাধীন হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জীবাত্মা, এমন কি শক্তিশালী দেবতারাও কোন বিষয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমান এটি একত্বম্ শব্দে অর্থ না যদিও ব্যাপক অর্থে তাদের উদ্দেশ্য এক। যেমন একটি পরিবারের সকল স্বার্থই এক, অথবা বহু মতাবলম্বী মানুষ থাকা সত্ত্বেও একটি দেশ জাতীয় স্বার্থ একটিই। জীবাত্মা সমূহ একই পরম পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরমেশ্বর ও তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশের স্বার্থ অভিন্ন প্রত্যেকটি মাত্রই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সন্তান। ভগবদ্গীতায় (১৪/৩–৪) বলা আছে– পশু–পক্ষী, জলচর প্রাণী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ, পিপীলিকা ইত্যাদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীই পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির রূপ।

মহান স্বাধীনতা দিবসে সকল পাঠক, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সকল দেশবাসীকে আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে আত্মনির্ভর ভারতের শুভেচ্ছা।

কাগজ এবং প্লাস্টিকের জাতীয় পতাকা ব্যবহার না করার জন্য সকলকে একান্ত আবেদন।

জাতীয় পতাকার অবমাননা স্বরূপ যে কোনও কাজ থেকে বিরত থাকুন।

কোভিডমুক্ত বিশ্বে লগ্নির নয়া সালতামামি

পার্থসারথি গুহ

২০১৭ এর ইনিংস সাজানো ছিল প্রচুর বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। আবার ২০১৮–এ নিয়ম করে রান এসেছে সিঙ্গলসের মাধ্যমে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার গত বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার অপরিবর্তিত থাকা, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আবার ২০১৯–এর ভোটের বছরে দেশে ফের স্থায়ী সরকার আসার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় ফুলেফেঁপে উঠেছিল কেনাকাটা। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। ২০২০ তে আবার কোভিড আবহ একপ্রস্থ কেনার সুযোগ করে দিল লগ্নিকারীদের।

আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

করোনা আবহে খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের শেয়ার বাজার। সেই জায়গা থেকে ফের সাড়ে ১০ হাজারের কাছে উত্তরণ নিঃসন্দেহে শেয়ার বাজারও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তার মানে এই নয়, এখনই বিশাল কিছু ভেবে নিতে হবে। এবং তার বশীভূত হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেনা শুরু করতে হবে।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা নিফটি সূচকের জন্য খুব ভাল খবর। তবে ইতিবাচকতার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে আতিশয্য ভাসতে না করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা, করোনা পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র কোনও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা চরমে ওঠা বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। সেদিকে নজর রেখেই আপাতত চলছে ডিপি সাজানোর পালা। এতে মোমেনটামে থাকা একাকালের কিছু শেয়ার যেমন পালটে যাচ্ছে, তেমনই সংযোজিত হচ্ছে নয়া নয়া নাম। যাকে নাম না বলে নামের বাহার বলাটাই মনে হয় শ্রেয়।

বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু

দে: সীমান্তে পাচার চক্র সক্রিয়, বারবার এই অভিযোগ ওঠে বিএসএফের পক্ষ থেকে। আবার কোনও কারণে বিএসএফের গুলিতে কারো মৃত্যু ঘটলে তিনি পাচারকারী বলে প্রচার করা হয়। আসলে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের গুলিতে যারা মারা যান, সব ক্ষেত্রেই কি তারা পাচারকারী, নাকি এদের মধ্যে কিছু সাধারণ মানুষও প্রাণ হারান? এই প্রশ্নও কিন্তু ওঠে বারবার। শুধু গুলি নয়। তাদের উপর অকথ্য নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে। তবে এক্ষেত্রে সব অভিযোগে যে সত্যিই তাও হলফ করে বলা যায় না। আসলে সীমান্ত এলাকার আলো আঁধারের খেলা বুঝতে পারাটাই একটা বড় ব্যাপার।

এমনই এক ঘটনা ঘটলো রবিবার রাত আনুমানিক ৯টায়। তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের সীমান্ত এলাকার মধ্য বালাভূত ছড়ার পাড় গ্রামে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত এই যুবকের নাম শাহিনুর হক, বয়স ১৯। তার বাবার নাম ইছা শেখ। আহত হয়েছেন আরও ২জন গ্রামবাসী বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবার রাতে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য প্রায় ৮০টি গরু এই এলাকায় পাচারকারীরা জড়ো করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ এর ৬২নম্বর ব্যাটেলিয়ন এর জওয়ানরা সেখানে যায় এবং বেশ কয়েকটি গ্রেনেট ফাটায় বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। পরে পাচারকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এর পর এই যুবককে বাড়ির সামনে পেলে তাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে গলায় চাপা দিয়ে ধরে পর পর গুলি

করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয় বিএসএফ জওয়ানরা। এর পর খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের প্রবল বাধার মুখে পরে পুলিশ। পুলিশ রাতে মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারেনি। গ্রামবাসীদের দাবি, যেখানে ঘটনা ঘটেছিলো সেখান থেকে প্রায় ৮কিলোমিটার দূরে রয়েছে ভারত – বাংলাদেশ সীমানা এবং বাড়ির পাশে এসে যুবককে নৃশংস ভাবে খুন মেনে নিতে পারছেন না। এই যুবক নাকি তাঁতের শাড়ি তৈরির কাজ করতেন বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। তাহলে কি পাচারকারীর বদলে একজন তাঁত শিল্পীকে খুন হতে হল বিএসএফের হাতে, এই প্রশ্ন কিন্তু তুলতে শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ। যদিও এ বিষয়ে কোচবিহার সেক্টরের বিএসএফের ডিআইজি প্রভাকর জোশি বলেন, তাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে কিছু গরু পাচারকারী গরু পাচারের উদ্দেশ্যে সেখানে জমা হয়েছিলএবং প্রায় ৫০ টি গরু তারা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। আর সে কারণেই একটি নির্দিষ্ট টিম করে তারা সেই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলে গরু পাচারকারীরা গরু গুলি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এমত অবস্থায় বিএসএফ জওয়ানরা গরু গুলিকে নিয়ে যখন তাদের নির্দিষ্ট ক্যাম্পের দিকে ফিরছিলেন সেই সময়ে গ্রামবাসীরা বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানদের ঘিরে ফেলে। তারা গরুগুলি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।এরপর শুরু হয় বচসা এবং কর্তব্যরত জাওয়ানদের লক্ষ্য করে ইট–পাটকেল ছোড়া হয়। এমনকি তাদের লক্ষ্য করে বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসে গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ইটপাটকেল ছোড়া হয় আর তাতে আহত হন ২জন বিএসএফ জওয়ান।

ঘটনায় উত্তপ্ত হতে থাকে এরপর বিএসএফ জওয়ানরা শূন্যে চার রাউন্ড পিএনজি গুলি ফায়ার করেন। এরপরেও অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ডি আই জি বলেন, এরপর গ্রামবাসীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের দিকে এগিয়ে আসেন বাধ্য হয়ে বিএসএফ জওয়ানদের আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে হয় এবং সেখানেই মৃত্যু ঘটে যুবকের। ডিআইজি জানান প্রতিনিয়ত এলাকায় সক্রিয় হচ্ছে গরু পাচারকারী চক্র। যদিও বিএসএফ জওয়ানরা অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

পূর্ব বর্ধমানে সহ –সভাধিপতির পর এবার করোনাক্রান্ত মন্ত্রী, বাড়ছে উদ্বেগ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধমুখী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জেলাবাসীর উদ্বেগও বাড়ছে। জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু করোনা জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে না ফিরতেই এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথ। মঙ্গলবার তাঁর লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট কোভিড পজিটিভ আসায় তাঁকে কলকাতার বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে। পরদিন সকালে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের ব্যক্তিগত কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপন দেবনাথ তাঁর জেলার দিকে বিশেষভাবে

নজর রাখতে শুরু করেন। এরপর যখন দেশজুড়ে দীর্ঘ লকডাউন শুরু হয় তখন তাঁকে দিনরাত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে দেখেন বাসিন্দারা। এমনকি, এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ জলাশয় সাফাই অভিযানেও মন্ত্রী শামিল হন। রাজ্যের একজন মন্ত্রীকে লুঙ্গি পরে মাজায় গামছা বেঁধে হাতে ঝুড়ি–কোদাল নিয়ে এভাবে সাফাই অভিযানে নামতে দেখে জেলাবাসী অবাক হয়ে যান। কোভিড–১৯ বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষ যখন কার্যত গৃহবন্দি তখন মন্ত্রীমশাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বারংবার মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সতর্ক করার পাশাপাশি দুঃস্থ অসহায়দের পাশে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এবার সেই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের করোনায় আক্রান্তের খবর ছাড়িয়ে পড়তেই জেলাজুড়ে বাসিন্দাদের উদ্বেগও বেড়েছে। যদিও এমনতর বিপর্যয়ের মধ্যেও জেলাবাসীর একটা বিরাট অংশের মধ্যে এখনও সচেতনার যথেষ্টই অভাব দেখা যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে অনেকেরই অনীহা। অনেকেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেও চলছেন না। তবে, কোভিড–১৯ মোকাবিলায় বাসিন্দাদের সচেতন করতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রচারকার্য অব্যাহত।

করোনা প্রতিরোধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা পরিস্থিতিতে সংকটের মুখে পড়তে চলেছে কোচবিহার শহর। ধীরে ধীরে কোচবিহার শহরকে কার্যত গ্রাস করছে এই মারণব্যাধি। প্রতিদিন হুহু করে সংক্রমিত নাগরিকের সংখ্যা বাড়ছে এই শহরে। একজন দুজন করে মৃত্যুর মুখে যাচ্ছেন এই করোনা আক্রান্তরা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও এই শহরকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না কোচবিহার পুর প্রশাসন। পুরসভার এই ভূমিকায় চরম অসহায় বোধ করছেন এই রাজ্যের শহরের নাগরিকরা। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সোমবার কোচবিহার পুরসভার প্রশাসককে ১৬দফা দাবিতে

ডেপুটেশন দিলেন এই পুরসভার বামপন্থী কো–অর্ডিনেটরা। পুর প্রশাসক ভূষণ সিংহ অনুপস্থিত থাকায় এই পুর প্রশাসনিক বোর্ডের অন্যতম সদস্যা আমিনা আহমেদের হাতে মহানন্দ সাহা, পার্থ প্রতিম সেনগুপ্ত, নারায়ণ বিশ্বাস, রঞ্জন ভট্টাচার্য, চন্দনা মহন্ত, মীনা বর্মন এর মতো বামপন্থী কো–অর্ডিনেটরদের স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপি তুলে দেন মহানন্দ সাহা, নারায়ণ বিশ্বাস এবং চন্দনা মহন্ত।

অবিলম্বে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ধরে ধরে ষাটোর্ধ্ব নাগরিক সহ অসুস্থ মহিলাদের লালারস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে একাধিক ওয়ার্ডকে নিয়ে এক একটা সেক্টর করে সেই সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মী কো–অর্ডিনেটর যুক্ত করে একটি মনিটরিং টিম গঠন, কোচবিহার প্রশাসন, পুরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তর একসঙ্গে একটি যৌথ সভার উদ্যোগ গ্রহণ এবং আগামী সমস্ত পরিকল্পনা এই সভায় আলোচনা করার দাবি এদিন তোলা হয় বামপন্থী কো–অর্ডিনেটরদের পক্ষ থেকে।

এর পাশাপাশি শহরের আক্রান্ত নাগরিকদের রাখার জন্য সেভ হোম এর পরিকাঠামো গঠন করা, কোচবিহার শহরের বেশ কিছু হোটেল ও পুর আবাসনগুলিকে সেভ হোমে রূপান্তরিত করা, প্রতি সপ্তাহে একদিন করে জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কো–অর্ডিনেটরদের নিয়ে মনিটরিং সভা করা। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল সভা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এই কো–অর্ডিনেটরদের পক্ষ থেকে।

এদিন বামপন্থী কো–অর্ডিনেটর তথা সিপিআইএম নেতা মহানন্দ সাহা বলেন, অহেতুক অপরিকল্পিতভাবে লকডাউন ঘোষণা করে এই শহরের মানুষকে সচেতন করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বদলীয় সভা ডাকা উচিত প্রশাসনের। জেলা হাসপাতালে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা দেখা যাচ্ছে জেলায় সাধারণ মানুষ চিকিৎসা ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছেন অবিলম্বে তা বন্ধ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন এই মুহূর্তে এই পুরসভার কঞ্জারভেন্সি কর্মীরা যে কাজ করছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেনি পুর কর্তৃপক্ষ চলতি মাসের মধ্যে পরিশোধ করার দাবি জানান তিনি। কোচবিহার শহরে করোনা আক্রান্তদের জন্য কতগুলি বেডের ব্যবস্থা আছে, কি টেস্ট হচ্ছে? কি চিকিৎসা হচ্ছে? কতজন আক্রান্ত হচ্ছেন? তার কোনও তথ্য জানানো হচ্ছে না এই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কো–অর্ডিনেটর। অবিলম্বে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন বামপন্থী কো–অর্ডিনেটররা বলেন, করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই পুর কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। তারা আশঙ্কা করেন, এই শহরে ব্যাপক সংক্রমণ ঘটলে তার প্রভাব পড়বে গোটা জেলায়, এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে জেলাজুড়ে। তারা আক্ষেপ করে এদিন জানান, শহরের কোনও ওয়ার্ডের কেউ করোনা সংক্রমিত হলে, এই কো–অর্ডিনেটরদের কোনওভাবেই জানানো হয় না পুরসভা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই পরিস্থিতিতে সংকটে পড়তে হয় তাঁদের। কারণ ওয়ার্ডের মানুষ ছুটে আসেন তাদের কাছে আশ্বস্ত হতে। কিন্তু তারা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে কোনও তথ্য জানাতে পারছেন না। এব্যাপারে পুরসভাকে আড়াল করে চলছে প্রশাসন? নাকি পুরসভা নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছে? এই প্রশ্নই এদিন তোলেন তারা।

সুনীতিতে গোলযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি:একদিকে যখন সারাদেশে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঠিক সে সময়ে রাজ আমলের কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় সুনীতি আকাদেমিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সোমবার সুনীতি আকাদেমি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের রুমের সামনেই স্কুলে পাঠরত ছাত্রীদের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্কুলের ছাত্রীরা। তারা অভিযোগ করেন আগামীকাল

থেকে ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে কিন্তু নিজস্ব স্কুলের যারা ক্লাস থ্রি এবং ফাইভের থেকেই এই সুনীতি আকাদেমি পড়াশুনা করছেন তাদেরকে ভর্তির যে লিস্ট সেখানে তাদের নাম নেই। এই প্রসঙ্গে ছাত্রীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন স্কুলে একাদশ শ্রেণির ভর্তির ক্ষেত্রে বহিরাগতদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুলে পড়াশোনা করে আসছেন। আগামীকাল থেকে ভর্তির ক্ষেত্রে যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের নাম নেই ফলে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাদের। এই প্রসঙ্গে আরেক অভিভাবক জানান, ভর্তির দিন আসার আগেই স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন ফর্ম দিতে অস্বীকার করছেন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর ফর্ম দেওয়া হবে না। ফলে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলেই পাঠরত স্কুলের ছাত্রীরা। এমত অবস্থায় তারা দাবি করেছেন অবিলম্বে তাদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি না নিলে তারা অনশনে বসতে বাধ্য হবেন। যদিও বারংবার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি তার ফোন বন্ধ করে রাখেন। এমতঅবস্থায় এক অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে ছাত্রীরা।

শিব পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: বহু স্মৃতি জড়িত সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে শ্রাবণের শেষ সোমবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পালিত হলো শিব পুজো । শিবের মাথায় জল ঢালা ছাড়াও হয় পুজোপাঠ । প্রতি বছর মহা

সমারোহে এই দিনটি পালন করা হলেও এবছর অবশ্য 'করোনা' মহামারির জন্য সেই উৎসাহ ছিল না । তবুও সামাজিক দূরত্ব সহকারে এই দিনটি পালন করে শিবভক্তরা ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে গুলি বোমাবাজি

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : – দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মধুখালি চেটুয়া পাড়া এলাকায় তৃণমূলের দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলে গুলির বৃষ্টি,দফায় দফায় চলছে বোমাবাজি। গুলি ,বোমায় জখম উভয় পক্ষের ১০জন।এদের মধ্যে ১ জন মহিলা জখম হয়েছেন।স্থানীয় মানুষজন জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।

সুত্রের খবর, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তোলাবাজি এবং এলাকা দখল কে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের সুত্রপাত হয় বেশ কিছুদিন আগে।

অভিযোগ, সেই সময় মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের মুছা সেখ,কার্তিক মন্ডল,আবুল লস্কররা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আঁতিয়ার লস্কর কে বেধড়ক মারধোর করে। এমন কি সোমবার রাতেও আঁতিয়ারের বাড়িতে চড়াও হয় মাদারের লোকজন। রাতের অন্ধকারে তেমন কিছু না হলেও মঙ্গলবার সকালে মুছা সেখ তার দলবল নিয়ে গিয়ে আঁতিয়ার লস্করের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। পাশাপাশি এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি এবং গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের খেজে সেখ,হামিদ আলি মোল্লা,বাবু মন্ডল সহ ৬ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। অন্যদিকে মাদার তৃণমুল কংগ্রেসের ১ জন মহিলা সহ ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন।

ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মন্ডল দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলের কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই ঘটনার জন্য বিজেপি এবং আরএসএস জড়িত। গত ২০১৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের কর্মী সমর্থক মীজানুর রহমান কে খুন করে এলাকা দখল করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত বিজেপি আরএসএস দুষ্কৃতীদের ট্রেনিং হয় বাসন্তী থানার পালবাড়ি এলাকায়। সেখান থেকে এই গোলাবাড়ির মধুখালিতে এসে গন্ডগোল পাকিয়ে এলাকা দখল করার জন্য অসামাজিক কাজকর্ম করে তান্ডব চালিয়েছে।

বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক বলেন, ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও ভাবে যোগ নেই। তাছাড়া জেলা থেকে রাজ্যের সর্বস্তরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নিত্যদিন লেগেই রয়েছে এলাকা দখল আর তোলাবাজি কে কেন্দ্র করে। নিজেদের ঘর সামলাতে না পেরে বিজেপি কে কালিমালিপ্ত করে রাজনৈতিক ভাবে ফায়দা তুলতে চাইছে।সাধারণ মানুষ তৃণমূল কে আর চাইছে না।আগামী দিনে বিজেপি ভালো ফল করবে।তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই। যার জন্য বিজেপি কে মিথ্যা বদনাম করছে।

স্থানীয় ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান খতিব সরদার দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, কুলতলির মেরীগঞ্জ এলাকার বেশ কিছু দুষ্কৃতী আতিয়ার সেখের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকছিল।এলাকার লোকজন প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীরা এলাকায় বোমাবাজী করে গুলি চালায়। ঘটনা এক মহিলা সহ আমাদের চারজন কর্মী সমর্থক গুরুতর জখম হয়েছেন। গুরুতর জখম অবস্থায় কবজান সেখ,রজমালি সেখ হাবুল সেখ ও সামসুদ্দিন সেখ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

অন্যদিকে, ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের যুবতৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্র সরদার জানিয়েছেন, করোনার তান্ডবে জর্জরিত এলাকার মানুষ। তারপর আম্ফান তান্ডব চালিয়েছে।সাধারণ মানুষ আম্ফান আর লকডাউনে সর্বস্বান্ত। এলাকার উপপ্রধান আম্ফানের টাকা আত্মসাত করেছে। সাধারণ মানুষ সরকারি বরাদ্দ আম্ফানের ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন।সেটা ভালো চোখে দেখছে না উপ প্রধান খতিব সরদার। যার জন্য এলাকায় একক ভাবে কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য দুষ্কৃতীদের দিয়ে এলাকায় গন্ডগোল পাকিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কে ধ্বংস করে দিতে তান্ডব চালিয়েছে।

যদিও এই ঘটনায় এলাকায় পুরুষশূন্য।পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত মূছা লস্কর,আঁতিয়ার সেখ সহ উভয় পক্ষের মোট ১০ জনকে আটক করেছে।এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল চলছে।

১৪ আগস্ট ২০২০ স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে কোভিড–১৯ আপডেট

আজ সর্বমোট স্যাম্পল পরীক্ষা	৩১,৩১৭
নতুন সংক্রমণ	৩,০৩৫
আজ কোভিড মুক্ত	২,৫৭২
রাজ্যে মৃত্যুর হার	২.১০%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	৮১,১৮৯
আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড–১৯ পজিটিভ	
হোম আইসোলেশনে	১৮,৯৬২
সেফ হোমে	১,৮৬৫
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৬,০২৩

যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে এবং কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ১টাই নম্বরের ৩২টি লাইনে ২৪x৭ থাকছেন ৯৬ জন ডাক্তার। ফোন করুন ০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০১ (Direct) নম্বরে।

সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এটিএম ভাঙল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রকাশ্য দিবালোকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এটিএম ভাঙল দুষ্কৃতীরা। আর এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী বাজারে।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন দুপুরে স্থানীয় বাসন্তী বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের(অ্যাক্সিস)এটিএম ভাঙা অবস্থা নজরে পড়ে স্থানীয়দের। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে খবর দেয় পুলিশে। যদিও বেশকিছু স্থানীয় মানুষজনের দাবি এটিএম টি দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার জন্য সাধারণ মানুষজন টাকা তুলতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসেন।বর্তমানে করোনার দাপট এবং লকডাউন চলায় এলাকায় চুরি ছিনতাই এবং ডাকাতি একেবারেই নেই বললেই চলে। আর সেই কারণে দুষ্কৃতীরা চুরি ডাকাতি করতে পারছে না। হয়তো এটিএম–এ প্রচুর পরিমানে টাকা থাকতে পারে ভেবে ভাঙচুর করেছে।যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সৎকারের পর করোনা পজিটিভ

অভীক মিত্র : জ্বর হওয়ায় ৩১ জুলাই এক চিকিৎসককে চেম্বারে দেখালে করোনা পরীক্ষার পরামর্শ দেন। ৪ আগস্ট মারা যান কড়িধ্যা সেনপাড়ার ভুবন সেন (৪১)। ৬ আগস্ট করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুখাগ্নির সময় কয়েকশো এবং ভুঁইফোড়তলা শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারে ২৭জন উপস্থিত ছিলো দাবি স্থানীয়দের। ৮আগস্ট ৯৪জনের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দুবরাজপুর পুরসভার একই পরিবারের চারজন,রামপুরহাট পুরসভার এক কর্মী ও দুই সাফাইকর্মী,কুখুডিহি গ্রামের নবজাতক এবং মা,সাঁইথিয়া পুরসভার এক সুপারভাইজার,শান্তিনিকেতন থানার এএসআই সহ চোদ্দোজন পুলিশকর্মী,বোলপুর হাটতলায় মা ও দুই ছেলে,রামপুরহাট পুরসভার ১১নং ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন৪ আগস্ট চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতে ব্যবসায়ী ,পঞ্চায়েতকর্মী,ব্যাঙ্ককর্মীসহমোট আড়াশোজনের সোয়্যাপ টেস্ট করা হয়।

ইলামবাজারে উড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সালোন গ্রামে চল্লিশটি বোমা এবং সরডাঙা গ্রামে দুই ড্রাম বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ৪ আগস্ট সকালে ইলামবাজার থানার জালালনগর গ্রামে এক ব্যাক্তির বাড়ি বিস্ফোরণে উড়ে যায়। ৩ জুলাই সকালে শুনমুনি গ্রামে ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যার স্বামী শেখ জালালের সাব মার্শাবল ঘরের টিন একশোফুট দূরে গিয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইলামবাজার থানার পুলিশ। ২৯ জুন সন্ধ্যায় শালবাদরা থেকে ২৫ বস্তা জিলোটিন স্টিক,দুইহাজার পিস ডিটোনেটর বোঝাই একটি ট্রাক্টর এবং একটি বাইক উদ্ধার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

এবারে ঘরে বসে সুন্দরিনীর সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবনের মহিলা দের হাতে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ঘরে বসেই এবার পেতে পারবেন। এবার সে উদ্যোগ নিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। সোমবার বিকালে আলিপুরে সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলা

সভাধিপতি শামিমা শেখ ও জেলাশাসক পি উলগানাথনের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুন্দরিনী অ্যাপের সূচনা করা হলো। গুগুল প্লে স্টোর থেকে যে কোন অ্যানড্রয়েড ফোনে এটা ইনস্টল করা যাবে।এই অ্যাপের মাধ্যমে অন লাইনে অর্ডার করলেই সুন্দরবনের ঘি, দুধ,মধু মাখন, ডিম, বাসমতী চাল, গোবিন্দ ভোগ চাল, মুগ ডাল সহ ২০ টির ও বেশি খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাবে।আপাতত কলকাতা শহর ও শহর লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের হাতে এই সব সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। পরে রাজ্যের সব জেলায় পৌঁছে যাবে এই সুন্দরিনীর সামগ্রী। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামিমা শেখ এ দিন বলেন, এই প্রকল্পের সাথে সুন্দরবনের প্রায় ৫ হাজার মহিলা যুক্ত আছেন।আগে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত মহিলাদের থেকে ওই সব সামগ্রী সংগ্রহ করে জয়নগরের বংশীধরপুরের প্ল্যান্টে পরিশুদ্ধ করে বাজারজাত করার জন্য তৈরি করা হতো। লকডাউনের আগে এই সব মহিলারা মাসে ১৪–১৫ হাজার টাকা করে আয় করতো। লকডাউনের পর থেকে তাদের আয় কমে যায় তাই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়াহলো। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, ২০১৫ সাল থেকে এই প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনের মহিলা দের কাছ থেকে ধান কিনে চাল তৈরির পাশাপাশি ঘ্রি, মধু হাঁস মুরগি পালনে জোর দেওয়া হয়েছিল।বাসন্তী, কুলতলি,মথুরাপুর ১,২,কুলপি ,কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, জয়নগর ১,২ ব্লকের মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য এই কাজ শুরু করে জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক পি উলগানাথন বলেন, এই প্রথম অনলাইনে বুকিং এর মাধ্যমে সুন্দরিনীর সুন্দর সুন্দর খাদ্য সামগ্রী ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। সুন্দরবনের মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

পুলিশের উদ্যোগে সংস্কার হল পুড়ে যাওয়া দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানবিক পুলিশ কর্মীর উদ্যোগে সম্পূর্ণ সংস্কার হল অগ্নিকান্ডে পুড়ে যাওয়া দুটি দোকান।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির অধীনস্ত হরিহর কলেজ সংলগ্ন রবীন্দ্র পল্লিতে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর নাগাদ কলেজ সংলগ্ন একটি স্টেশনারি ও একটি চায়ের দোকানে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় মানুষজন ফাঁড়ির পুলিশে খবর দেয়। ঘুঁটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সমরেশ ঘোষ খবর পাওয়া মাত্র বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। দমকল কে খবর দিতে গেলে আরো সময় নষ্ট হতে পারে,এমনই ভেবেই নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

পুলিশ কর্মীরা স্থানীয় মানুষজনের বাড়ি থেকে বালতি নিয়ে এসে পুকুর থেকে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকান্ডের জেরে চা ও ষ্টেশনারি দোকান দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পার্শ্ববর্তী আরো ১০ টি দোকান ঘর রক্ষা পায় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে।

পরবর্তী সময়ে অগ্নিকান্ডে পুড়ে যাওয়া দোকান দুটি ঘুঁটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সমরেশ ঘোষ পুনঃনির্মাণ করে দেয়।

পুলিশের এমন মানবিক উদ্যোগে খুশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক নমিতা ব্যাপারী ও পুষ্প ব্যাপারী।

স্থানীয় মানুষজন সহ এলাকার অন্যান্য দোকানদারদের কথায় ওসি সমরেশ ঘোষ উদ্যোগ নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে আরো প্রায় ১০ দোকান ঘর রক্ষা পেয়েছে। তারপর পুলিশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খরচ দিয়ে পুড়ে যাওয়া ঘর দুটি পূর্ণ সংস্কার করে দিয়েছেন। এমন মানবিক পুলিশ কর্মীর জন্য আমরা গর্বিত।

রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা,ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত চার যুবক জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ সোমবার রাতে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত বেলিয়াডাঙার একটি ভাড়া বাড়িকে ঘিরে ফেলে এবং জাল কাগজ পত্র সহ চার যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত ওই চার যুবক দের বিরুদ্ধে অভিযোগ,তাঁরা কুলতলি বকুলতলা, মগরাহাট, জীবনতলা সহ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার বহু যুবককে রেলে চাকরি দেওয়ার নামে কয়েক

লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছে। ধৃতরা হলেন, মো: নাসির আরফত, বাড়ি মালদার রাসিলাদাহাতে, গৌতম ঘোষ বাড়ি মালদার ছারাবাবাপুর, উত্তম দেবনাথ বাড়ি জীবনতলার বাঁশরা ও গোপীনাথ নস্কর বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত। ধৃত গোপীনাথ ওই ভাড়া বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন। আর বাকি তিন যুবক নিজেদের রেলের অফিসার বলে ওই বাড়িটি ভাড়া নেন কয়েক মাস আগে। মূলত বিভিন্ন এলাকার যুবকদের চাকরির টোপ দিয়ে তাদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ তদন্তে নেমে এই চারজনকে গ্রেপ্তার করে।এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর জাল নথিপত্র সহ রেলের চাকরির কাগজ পত্র। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে এই কাজে আর কে কে যুক্ত আছেন।ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ডুবে মৃত পরিবারকে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ আগস্ট দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে বক্রেশ্বর নদে তলিয়ে যায় সাঙ্গুলডিহি গ্রামের পরেশ মাল। ৮ আগস্ট পরেশের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরেশের পরিবারের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেন জেলা পরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিনহা। স্নান করতে নেমে ৩ আগস্ট জলে ডুবে মারা গেলো দুই বোন – সাহিমা খাতুন ও সামিদা খাতুন। বাড়ি কাশিমনগর গ্রামে। ২৫ জুলাই বিকালে গোরুর লেজ ধরে অজয় নদ পেরোনোর সময় তলিয়ে গেলো বাবুলাল টুডু ও রানি মুর্মু। দুদিন পর বাবুলাল এবং পাঁচদিন পর রানির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি কোটা গ্রামে। নদী পেরোতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়ার পর ২৫শে জুলাই বিকালে বাঁশলৈ নদী থেকে উদ্ধার হলো বৃদ্ধ দুলাল ঘোষের মৃতদেহ। বাড়ি ঝাড়খন্ডের নুড়াই গ্রামে।

হংকং–এ দমন, তাইওয়ানে আগ্রাসন

প্রথম পাতার পর

এবার চিনের চোখ পড়েছে তাইওয়ানের উপর। অনেক দিন ধরেই তাইওয়ানকে চিনের অংশ বলেই দাবি করে চোখরাঙানি চলছিল। সম্প্রতি আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব আজার তাইওয়ান সফর করতেই জ্বলে উঠেছে চিনের প্রেসিডেন্ট জিংপিং–এর শরীর। আগ্রাসী হুমকি শুরু হয়েছে। শুধু হুমকি নয়, তাইওয়ানের সীমান্তে ঘুরতে দেখা গেছে চিনা যুদ্ধবিমানকে। দমে যেতে রাজী নয় তাইওয়ানও। তাইওয়ানের বিদেশমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে তাদের পরিণতিও হতে পারে হংকং–এর মতো। এর নিন্দা করেছে আমেরিকা। নিছক নিন্দা নয় চিনের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে একজোট হতে হবে বিশ্বকে। চিনের দাদাগিরি বন্ধ না করলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হবে। কোভিড ভাইরাস নিয়ে চিনের একদফা শয়তানি দেখেছে বিশ্ব। এবার তার প্রত্যাঘাতের পালা। আমেরিকা–ইউরোপ ইতিমধ্যেই এক হতে শুরু করেছে। ভারতও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে বাষট্টির বদলা নিতে। তবে এদেশের বাম নেতাদের ভূমিকা বড়ই অদ্ভুত। তাদের মুখে চিনের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ নেই। বরং কোভিড নিয়ে কয়েকদিন আগে চিনের গুণগান গাইতে শুরু করেছিল তারা। ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে বামেদের কোনও মাথাব্যাথা আছে বলে মনে হয় না। ভবিষ্যত বলে দেবে আগামী যুদ্ধে কে পালন করবে মীরজাফরের ভূমিকা।

মৎস্যজীবীদের জালে উদ্ধার কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিনিধি:মৎস্যজীবীদের জালে এবার উঠলো কচ্ছপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের হেতালখালীর গঙ্গার ধার থেকে উদ্ধার বিশালাকৃতির কচ্ছপ। কচ্ছপটির আনুমানিক ওজন কুড়ি কেজির মতন। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও সত্যজিত সিং নামে স্থানীয় এক মৎস্যজীবী গঙ্গায় মাছ ধরতে যায়। তার জালেই ধরা পড়ে এই কচ্ছপটি। বিশালাকার কচ্ছপ টি দেখতে আশেপাশের বহু মানুষ ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় মহেশতলা থানায়। আপাতত মহেশতলা থানা তাদের নিজেদের হেফাজতে কচ্ছপ টিকে রাখলেও এদিন বিকাল বেলায় বনদপ্তর মহেশতলা থানা থেকে কচ্ছপ টি সংগ্রহ করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেলো।

বেহাল গোচরণ জয়নগর রাজ্য সড়ক

প্রথম পাতার পর

এটা কি পিচের রাস্তা নাকি ইটের রাস্তা। এসব হচ্ছে কি। জয়নগরের বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষজন জানালেন, এই প্রাচীন রাস্তা নিয়ে কেন হেলদোল নেই। উন্নয়ন তো জয়নগরে এসে থমকে যাচ্ছে এই রাস্তার জন্য, জন প্রতিনিধিরা চুপ কেন। নজর কখন দেবে? ভোট এলে? জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রশাসনিক চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, বহু প্রাচীন এই রাস্তার বর্তমান চেহারা দেখে খুব কষ্ট হয়। আমি এই রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে গত বছর কাকদ্বীপে রাজ্যের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কে জানিয়েছি।নিজে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছি। কয়েকদিন আগে পূর্ত দপ্তর থেকে আমাকে জানানো হয় ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে জয়নগর মিত্রগঞ্জ থেকে রথতলা অবধি রাস্তার পাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা দেখার জন্য। রাস্তার পাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও রাস্তা দুটোই শেষ হয়ে গেছে। বিধায়কের নজর নেই কেন এই রাস্তার দিকে। রাস্তার পাশে ভালো করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ উচ্চ মানের রাস্তা করতে হবে এবং ওভারলোডিং গাড়ি চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এই রাস্তায়। এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, গোচরণ থেকে মথুরাপুর রাস্তা সত্যিই খুব খারাপ। আমি এই রাস্তা মেরামতের জন্য বারংবার পূর্ত দপ্তর কে জানিয়েছি। তবে এই রাস্তার পুরোপুরি সংস্কার হবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ। এর জন্য ৩৩ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ সপ্তাহের ভেতর ওয়ার্ক অর্ডার বার হবে। বর্ষার পরেই কাজ হবে। আপাতত তাপ্পি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, এই বেহাল রাস্তা দ্রুত সারানোর দাবিতে বহড়ু বাজারে রবিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম কর্মীরা। পরে জয়নগর থানার পুলিশ এসে অবরোধ তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে কং–বামের যে থার্ড ফ্রন্ট গত বিধানসভা ভোট থেকেই ময়দানে জগিং করে চলেছে তারাও এই নেতৃত্বের জায়গায় অনেক পিছিয়ে। ২০১৬–এ তাও সূর্যকান্ত মিশ্রের নাম ভাসিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু,জোটের দুই পুরোধা সোমেন মিত্র ও শ্যামল চক্রবর্তী প্রয়াত হওয়ার পর সেই চেষ্টা করার মতো লোকও ওই শিবিরে নেই। পক্ষান্তরে বলা চলে নেতা হওয়ার দাবিদার প্রত্যেকেই।

এই জায়গা থেকেই মমতার মুখ্যমন্ত্রী মুখের পাল্টা হিসাবে বিজেপি শিবিরের সেরা হাতিয়ার শেষপর্যন্ত সৌরভ, দিলীপ ঘোষরা নন, হয়ে উঠতে পারেন সেই একটাই ব্র্যান্ড নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদী।

করোনা আবহে উত্তপ্ত বারাকপুরে টানটান উত্তেজনা

প্রথম পাতার পর

এখানে তৃণমূল–বিজেপি উভয় দলের পক্ষ থেকেই পার্টি অফিস দখলের লড়াই চলছে। অথচ কারখানার শ্রমিকদের বেতনের দাবিতে কেউ লড়াই করছে না। ওটা আমরা করছি। একমাত্র আমরাই চটকল শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বেতনের দাবিতে লড়ছি। আমরা মনে করি, মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করার ফলে মানুষের সমর্থন থাকবে আমাদের সাথে।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বিধানসভায় আমরা এখন ভাল অবস্থায় আছি। ভাটপাড়ার অবস্থা যা ছিল, সেখান থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিদিন বোমা, গুলি, ছুরি ইত্যাদিতে মানুষ অর্জুন সিংয়ের উপর ক্ষুব্ধ। এমনকি অবাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষরাও ক্ষেপে গিয়েছে। ওর গুন্ডাগিরি বন্ধ করার জন্যেও তারা তৎপর। অর্জুনকে এখন এখানে কোনও মিছিল–মিটিং করতে গেলে বাইরের জেলা থেকে লোক আনতে হচ্ছে। এখানকার পুরনো বিজেপি সমর্থকরাও ওর উপরে ক্ষুব্ধ। ফলে এখানে নতুন বনাম পুরনো বিজেপির একটা লড়াই শুরু হয়েছে।'

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা পরিস্থিতিতে রক্তসঙ্কট মেটাতে চিনপাই অঞ্চল যুব তৃণমূলের উদ্যোগে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চিনপাই তৃণমূল কার্যালয়ের দ্বিতল ভবনে ১০ আগস্ট সকাল দশটা থেকে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। প্রবেশদ্বারেই হাতে স্যানিটাইজার দেওয়া হয়। রক্তদাতাদের হাতে মাস্ক,ব্যাগ, গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ষাটজন রক্ত দেন। চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিপদতারন ডোম,চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস,যুব সভাপতি দীনেশ দাসসহ তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলো। ২২ জুলাই মুরারই যুব তৃণমূলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে প্রায় একশোজন রক্ত দেন। রক্তদাতাদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকার কি অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে?

প্রথম পাতার পর

যাই হোক দুইই কিন্তু সাধারণের জন্য ভয়ঙ্কর। চাল–গমের পর সাধারণের খাবার আলু। সেখানে তো ব্যবসায়ীদের কাছে অভিভাবক বা সরকারের সম্মান ভূলুণ্ঠিত। সরকার নির্দেশনামা জারি করে আলুর দাম বেঁধে দিলেও তা মানতে নারাজ আলু ব্যবসায়ীরা। বরং তারা নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। রাজ্যের টাস্কফোর্সের এক সদস্য বলছেন, গোটা বিষয়টা আমাদের কাছে বিস্ময়ের। সরকারি দর যেখানে ২৮ টাকা সেখানে খুচরো বাজারে তার কমে কি করে আলু মিলবে, সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রশাসনিক কর্তা অবশ্য এটিকে গত মাসের নির্দেশনামা হিসাবে দাবি করেছেন। এখন নাকি আলুর দাম আরও কমেছে। কিন্তু প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির মতে, আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আলুর দাম উর্দ্ধমুখী। অর্থাৎ দাম কমার আশা কম। এই দড়ি টানাটানিতে টান পড়ছে আমজনতার পকেটে। অভিভাবক কিন্তু কিংকতর্ব্যবিমূঢ়।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও অভিভাবকের শাসন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সত্ত্বেও বেসরকারি স্কুলগুলি রাজি হল না 'ফি' কমাতে। বরং হাইকোর্টে গিয়ে তাদের পক্ষে রায় নিয়ে এল। ভর্তির প্রসেসিং ফি মকুব করতে অভিভাবক হিসাবে সরকার নির্দেশ দিলেও তা কার্যত তাচ্ছিল্য করল কলেজগুলি। অবশেষে কড়া নির্দেশনামায় ফি বেঁধে দিয়ে মুখরক্ষার চেষ্টা করল শিক্ষা দফতর। এখন দেখার কলেজগুলি তা মান্য করে কিনা। সম্প্রতি ঘাটালের একটি স্কুল তো বেআব্রু করে দিয়েছে অভিভাবকত্বের গরিমা। ৩১ আগস্ট অবধি সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে অভিভাবকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই স্কুল ক্লাস শুরু করে দিয়েছে। বলেছে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অনুরোধে তাদের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করার যে সাহস তারা দেখিয়েছে তা যে কোনও অভিভাবকের সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও রাজ্যের অভিভাবক ঠুঁটো জগন্নাথ।

পরিবহনে অবশ্য কিছুটা মুখরক্ষা করেছে অভিভাবক সরকার। ভাড়া বৃদ্ধির দাবি ও বাস–মিনিবাসের অচলাবস্থা কাটিয়েছে কড়া মনোভাব দেখিয়ে। তবুও ভেবে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে অভিভাবককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবার সাহস আসছে কোথা থেকে? এর ফলে কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে অভিভাবকের লাগামের টান। সাহস দেখাবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই সাধারণ মানুষও। কোভিড রোগীর দেহ সৎকারের জন্য শ্মশান বা কবরস্থান নির্বাচন থেকে শুরু করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি সহ নানা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নেমে পড়ছে স্থানীয় মানুষ। এমনকি কোভিড প্রোটোকল ভাঙতেও তারা পিছপা নন। অভিভাবক কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে কড়া মনোভাব দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

কথায় বলে পরিবারের সদস্যদের চরিত্র গঠন করেন অভিভাবক। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। সরকারি অভিভাবকরাই জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার কারিগর। কিন্তু এ রাজ্যের অভিভাবকদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সামনে নির্বাচন, তাই কি রাজ্যের অভিভাবকের লাগাম শিথিল হচ্ছে ক্রমশ? প্রশ্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

কোভিড ল্যাবরেটরি সরকারি-বেসরকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : : অতিমারি নোভেল করোনা আবহে কোভিড-১৯ টেস্টে ভুল রিপোর্ট আসার নজির সম্প্রতি রাজ্যে আকছার দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত আক্রান্তের সোয়াব নমুনার রিপোর্ট 'ফলস নেগেটিভ' আসায় করোনার প্রাদুর্ভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উদ্ভূত এ বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ইদানিং মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ উঠছে ল্যাবের 'কোভিড-১৯' টেস্টের 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল' 'গুণমান যাচাই' নিয়ে। ল্যাবের পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা নিয়েও। আবার নমুনা সংগ্রহে ত্রুটি নিয়েও। কিটের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভালো কোম্পানির ভালো কিট কিনলেই তো চলে না। দেখতে হবে, ওই কিট ভারতে হামলাকারী নির্দিষ্ট করোনা ভাইরাসকে কতটা নির্ভুল চিহ্নিত করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে রাজ্যবাসীকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কেন্দ্রের 'আরোগ্য সেতু' অ্যাপ ও রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের 'কোভিড বুলেটিনে' উল্লেখিত ল্যাবরেটরি গুলি নিম্নে দেওয়া হল। এদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার অনুমতি 'আইসিএমআর' (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ) থেকে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোথাও এই টেস্ট করাবেন না। টেস্টের খরচ ২,২৫০-৩,০০০ টাকার মধ্যে পড়বে। কলকাতা মহানগরস্থিত কোভিড পরীক্ষার ল্যাবগুলি হল-

(১) চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট ব্লাড ব্যাঙ্ক (সরকারি গবেষণাগার), ভবানীপুর, কলকাতা-২৬, (২) ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, পি জি হাসপাতাল (সরকারি গবেষণাগার), কলকাতা-২০, (৩) স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন (সরকারি গবেষণাগার), সি আর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭৩, (৪) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস-নাইসেড (সরকারি গবেষণাগার), সুভাষ সরোবর, ফুলবাগান, কলকাতা-১০, (৫) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল (সরকারি গবেষণাগার), শ্যামবাজার, কলকাতা-৪, (৬) দ্য ক্যালকাটা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বেসরকারি গবেষণাগার), আলিপুর, কলকাতা-২৭, (৭) উডল্যান্ড মাল্টিস্পেশালিটি হসপিট্যাল লিমিটেড, ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাথলজি (বেসরকারি গবেষণাগার), আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭, (৮) আমরি হসপিট্যাল (বেসরকারি গবেষণাগার), ঢাকুরিয়া, কলকাতা-২৯, (৯) ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস, পিয়ারলেস হসপিটেক্স হসপিট্যাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার লিমিটেড (বেসরকারি গবেষণাগার), পঞ্চসায়র, কলকাতা-৯৪, (১০) রেমিডি লাইভকেয়ার (বেসরকারি গবেষণাগার), পদ্মপুকুর, বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-১৪, (১১) মেডিকা সুপারস্পেশ্যালিটি হসপিট্যাল (বেসরকারি গবেষণাগার), মুকুন্দপুর, কলকাতা-৯৯, (১২) ডিসান রেফারেন্স ল্যাব-এ ইউনিট অফ ডিসান হেল্‌থ কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট লিমিটেড (বেসরকারি গবেষণাগার), কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেড,

ফেজ-৩, কলকাতা-১০৭, (১৩) অ্যাপোলো গ্লেনেগলস্ হসপিট্যালস (বেসরকারি গবেষণাগার), কাদাপাড়া, ফুলবাগান, কলকাতা-৫৪, (১৪) আমরি হসপিট্যালস ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন (বেসরকারি গবেষণাগার), ঢাকুরিয়া, কলকাতা-২৯, (১৫) এসআরএল লিমিটেড (বেসরকারি গবেষণাগার), বিধাননগর, সেক্টর-৫, কলকাতা-১০২, (১৬) ডক্টর লাল প্যাথল্যাবস লিমিটেড, কলকাতা রেফারেন্স ল্যাব (বেসরকারি গবেষণাগার), কলকাতা, (১৭) সুরক্ষা ডায়গনস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড (বেসরকারি গবেষণাগার), নিউটাউন, কলকাতা, (১৮) ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস টাটা মেডিক্যাল সেন্টার (বেসরকারি গবেষণাগার), নিউটাউন, কলকাতা, (১৯) কমান্ড হাসপাতাল (সরকারি), আলিপুর কলকাতা-২৭, (২০) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যাল (সরকারি), কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, (২১) নীল রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যাল (সরকারি), শিয়ালদহ, কলকাতা-১৪, (২২) আর এন টেগোর হসপিট্যাল (বেসরকারি), মুকুন্দপুর বাজার, সন্তোষপুর, কলকাতা-৯৯, (২৩) আমরি হসপিট্যাল (বেসরকারি), সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা-৯৮ (২৪) দ্য ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিট্যাল (সরকারি) পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর, কলকাতা ৯৪, (২৫) এম আর বাঙুর হাসপাতাল (সরকারি), টালিগঞ্জ, কলকাতা-৩৩, (২৬) আইএলএস হসপিট্যাল (বেসরকারি), সল্টলেক সিটি, সেক্টর-১, কলকাতা-৬৪

করোনার সঙ্গে এবার ম্যালেরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু নয়, এবার নব্য নোভেল করোনা ভাইরাসের সঙ্গে প্রাচীন 'ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া'র প্রাদুর্ভাব কলকাতা মহানগরীতে বেশ ভালো গতিতে এগোচ্ছে। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪ জন। সেখানে গত সাত মাসে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। শুধু তাই নয় গত কয়েক সপ্তাহেও ডেঙ্গুর তুলনায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের খবর বেশি আসছে বলে পুরসংস্থা সূত্রে খবর। মূলত 'অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই' প্রজাতির এই মশকের চরিত্র হল এরা রাতের বেলা কামড়ায়। বাড়ির বাইরে জমে থাকা নোংরা বা পরিষ্কার জলে এরা ডিম পাড়ে। এখন আবার স্বভাবের কিছু বদল হয়েছে। বাড়ির ভিতরেও এরা ডিম পাড়ে। পুরসূত্রে খবর, গত বছরের প্রথম সাত মাসে কলকাতায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার। সেই তুলনায় এবার সংখ্যাটা অনেকটাই কম বলে দাবি করছেন পুর কর্তারা। পুরসংস্থার চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ড. দেবাশিস বিশ্বাসের বক্তব্য, ম্যালেরিয়ার লার্ভা সমতলের থেকেও ওপরের তলায় ও ছাদে বেশি জন্মায়। আবার কলের জলের তুলনায় বৃষ্টির জল বেশি পছন্দ করে এই প্রজাতির মশা। আলো রয়েছে এমন খোলা জায়গা ম্যালেরিয়া লার্ভা বেশি পছন্দ করে। বিশেষ করে বাড়ির বড়ো ছাদ। নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ। সেই সূত্রেই ড্রোন উড়ানো হচ্ছে। নভেম্বর পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা সাধারণত থাকে। ম্যালেরিয়া'র নির্দিষ্ট ওষুধ (ক্লোরোকুইন) আছে। তাই এক্ষেত্রে ঠিক সময়ে রক্ত পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মূলত কলকাতার ১০টি ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

সাতগাছিয়ায় বাজল ভোটের ঘন্টা

একুশে কঠিন লড়াই : দিলীপ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ আগস্ট সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বারাতলা হাইস্কুলের মাঠে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সাতটি অঞ্চলের তৃণমূল ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বৃহৎ কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। করোনা ভাইরাসকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ এই কর্মী সভায় যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়া বিধানসভার চারবারের বিধায়ক সোনালী গুহ, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক সওকাত মোল্লা, তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সম্পাদক রমজান আলি সেখ প্রমুখ।

সোনালী গুহ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আগে থেকে আলোচনা না করেই লকডাউন করেছে, তার ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা সমস্যায় পড়েছেন। সওকাত মোল্লা বলেন, এক শ্রেণির বিজেপি নেতারা মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করছেন মমতা ব্যানার্জী নাকি মুসলিম তোষণ করছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি সব ধর্মের জন্যই কাজ করছেন। জেলার কো-অর্ডিনেটর বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বলেন, একুশে কঠিন লড়াই। আগে পাড়া কমিটি করুন। পাড়ায় যে সমস্ত ছেলেদের গ্রহণ যোগ্যতা আছে, তাদের দলে আনুন। এদিনের সভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন যুব তৃণমূল ও তৃণমূলের কনভেনর বুচান ব্যানার্জী ও স্বপন হাতি।

কোভিড টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয় নয় হাঁচি, কাশি, জ্বর হলে চটজলদি টেস্ট করান। 'আরটি-পিসিআর' পদ্ধতিতে বিনামূল্যে 'কোভিড-১৯' 'সোয়াব টেস্ট' করান। কলকাতা পুরসংস্থা কলকাতায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে করোনা আক্রান্তদের চিহ্নিত করতে আরটি-পিসিআর পদ্ধতি ও র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৩৫ হাজার কোভিড নমুনা পরীক্ষা করেছে। কলকাতার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের পর পুর স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অতীন ঘোষ গত ২২ আগস্ট সাংবাদিকদের একথা জানান। এদিকে উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গযুক্ত কোভিড রোগীদের জন্য দক্ষিণ কলকাতার দু'টি স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত 'সেফ হোম' চলতি সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু করবে। কসবা গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম ও যাদবপুর-সন্তোষপুরের কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে তৈরি ওই 'আইসোলেশন সেন্টার' দু'টিতে মোট ১০০০ শয্যা রয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আক্রান্তদের থাকার উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে প্রায় ৮০০টি এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ২০০টি শয্যা রয়েছে।

টিকার সহজলভ্যতা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি :কোভিড-১৯এর জন্য টিকাকরণের জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী প্রথমবারের মতো ১২ আগস্ট বৈঠকে মিলিত হয়েছে। নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পাল এই বৈঠকের পৌরোহিত্য করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এই টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য একটি ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে এই টিকার সুবিধা পান সেই প্রক্রিয়াটির নজরদারি করা যাবে। বৈঠকে কোভিড-১৯ টিকার পরীক্ষা চালানোর জন্য কাদের ওপর এটি প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টিকাকরণের ওপর জাতীয় পরামর্শ গোষ্ঠীর স্ট্যান্ডিং টেকনিক্যাল সাব কমিটির থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। দেশে উদ্ভাবিত

এবং বিদেশে তৈরি কোভিড-১৯এর টিকা কোন জনগোষ্ঠীর ওপর প্রথম প্রয়োগ করা হবে তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী টিকা সংগ্রহের জন্য অর্থ সম্পদের দিকটি নিয়েও আলোচনা করেছেন। টিকাকরণ কর্মসূচিতে শীতল শৃঙ্খল সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগুলির বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে। টিকার সুরক্ষা এবং তার নজরদারি সহ টিকা প্রয়োগে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সচেতনতা গড়ে তোলা নিয়েও উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা বৈঠকে মতবিনিময় করেছেন।

কোভিড-১৯এর টিকাকরণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করার বিষয়েও ভারত দায়বদ্ধ। দেশে এবং বিদেশে তৈরি টিকাগুলি ভারত ছাড়াও নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলি যাতে পায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিটি টিকা সংগ্রহের জন্য রাজ্যগুলি যাতে পৃথক কোনও ব্যবস্থা না নেয় সেই পরামর্শও দিয়েছে।

খোকা-খুকু সংবাদ

আয় রে খোকন ফিরে আয়

নিজস্ব প্রতিনিধি :গত বছর লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে সভাপতি পদে খোকা হারিয়েছে কংগ্রেস। শত ডাকাডাকিতেও ফিরছে না খোকা। অনেকটা বাংলায় ছেলেভুলানো ছড়ার মতো। খোকন খোকন করে মায়/খোকন গেল কাদের নায়/সাতটা কাকে দাঁড় বায়/খোকন রে তুই ঘরে আয়। সম্প্রতি কংগ্রেসের ইন্টেলেকচুয়াল নেতা শশীজী ফের এভাবেই খোকা ফেরাতে ডাক পেড়েছেন। তার কথায় কতদিন আর অন্যরা দাঁড় বইবেন। খোকার এবার হাল ধরা দরকার। তাঁর মতে সত্যি যদি খোকা না ফেরে তাহলে অন্য খোকা-খুকু খুঁজতে হবে কংগ্রেসকে। শশীজী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সত্যি কংগ্রেস আজ কার্যত কাণ্ডারিহীন। নৌকা টলমল। আর এই নৌকার যারা যাত্রী তাদের চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু খোকার মনে কি আছে তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। মাঝে মাঝে দূর থেকে ট্যুইট করে জেগে থাকতে চাইছে খোকা। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? সামনে একের পর এক রাজ্যে নির্বাচন। সেখানে নির্বাচনে লড়াই করতে কংগ্রেসের

পরিচালকের পদে স্থায়ীভাবে খোকা নির্বাচন জরুরি। এই দলে খোকা-খুকুর অভাব পড়েছে নাকি? নাকি খোকা নির্বাচনে পরিবারই সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি? এইসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না কি নিরন্তর অপেক্ষা চলবে তা স্বয়ং শশীজীরও অজানা।

ছোড়দার শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি :জানা গিয়েছে বাংলার অবিসংবাদিত কংগ্রেস নেতা সোমেন বাবু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হাইকমান্ডকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর বদলে প্রদেশ সভাপতি পদে আরও কর্মঠ কাউকে যদি নেতৃত্ব বসাতে চায় তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সামনে নির্বাচন, সভাপতি হিসাবে যা খাটাখাটনি করতে হবে তা তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। এখানেই ছোড়দা অন্যদের থেকে আলাদা। পদের জন্য তিনি লালায়িত নন, মানুষের সমর্থন তাঁর কাছে পদের থেকেও বড়। এই শিক্ষাটা নেওয়া দরকার ছিল ছোড়দাদের বর্তমান জোটসঙ্গী বামপন্থী খোকা-খুকুদের। তাঁদের কর্মক্ষমতা কমলেও তাঁরা পদ ছাড়তে নারাজ। নাছোড়বান্দা এই বামপন্থী খোকা-খুকুদের বোঝা দরকার দল চালাতে সামনের সারিতে চাই তারুণ্য। তাই তরুণ খোকা-খুকুরা যারা এখনও সমাজ বদলাবার স্বপ্ন দেখেন তাদের সুযোগ করে দেওয়া জরুরি। কিন্তু তা হবার জো নেই। তাই পক্বকেশ খোকারা যেদিন পদ ছাড়বেন সেদিন

চুলে পাক ধরবে তারুণ্যের। তবে কি পক্বদেশ নাছোড়বান্দা ধেড়ে খোকা-খুকুদের নিয়ে নিস্তেজ বামপন্থাই বাংলার ভবিষ্যত?

-তীরন্দাজ

ভোজ্য তেল উদ্ভাবন করে পুরস্কৃত আইআইটি খড়গপুরের গবেষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইআইটি খড়গপুরের একদল গবেষক একটি ভোজ্য তেলের পাউডার উদ্ভাবন করেছেন, যেটি হৃৎপিন্ডকে স্বাস্থ্যকর রাখে। কৃষি ও খাদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের অধ্যাপক হরি নিবাস মিশ্রের নেতৃত্বে এই উদ্ভাবনের কাজটি হয়েছে। রান্নার তেলের মধ্যে প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং সুষম ফ্যাটি অ্যাসিডের মিশ্রণযুক্ত এই তেল হৃৎপিন্ডের পক্ষে ভাল। তেলে স্নেহ পদার্থের অর্থাৎ ফ্যাটের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব তেলে পলিআনস্যাচুরেটেড (পুফা) এবং মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে সেগুলি হৃৎপিন্ডের পক্ষে ভাল হয়। কারণ এই ধরণের ফ্যাট রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। পুফা সমৃদ্ধ তেলের পাউডার দুগ্ধজাত ফ্যাটের ব্যবহারকে কমিয়ে দেবে। দুগ্ধজাত ফ্যাট কেক বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফুড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজি ল্যাবরেটরির প্রধান অধ্যাপক এইচ এন মিশ্রের নেতৃত্বে মোনালিসা পট্টনায়ক এবং ডঃ মৌসুমি ঘোষ এই প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক ডঃ বীরেন্দ্র তেওয়ারি এই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য গবেষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পুফা এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ রান্নার তেল সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করলে তার সুফল পাওয়া যাবে। গবেষকরা এই তেল যাতে দীর্ঘদিন ঠিকঠাক থাকে সেই বিষয়টিও বিবেচনায় রেখেছিলেন। তাঁরা ২০২০ সালের গান্ধীয়ান ইয়ং টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও, স্বল্প মূল্যের স্বাস্থ্যকর খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য আইআইটি খড়গপুরের ইয়ং স্টুডেন্ট ইনোভেশন পুরস্কারও তাঁদের ঝুলিতে গিয়েছে।

ইলিশ না পেয়ে বহু টাকা লোকসানে দিশেহারা ট্রলার মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হয়ে গেল। কিন্তু এ বছর সে ভাবে ইলিশ খেতে না পেয়ে হতাশ খাদ্য প্রেমীরা।এ বছর লকডাউনের কারণে বেশ কিছু দিন নদী ও সমুদ্রে নামা বারণ ছিলো মৎস্যজীবীদের। তাই এবারে সবাই ভেবেছিলো প্রচুর হারে ইলিশ খেতে পাবেন। ১৫ জুন থেকে সুমুদ্রে যাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। আর হতাশ হয়ে অল্প কিছু মাছ নিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে

তাদের। এক বুক আশা নিয়ে সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে যাচ্ছেন রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ফ্রেজার গঞ্জের মৎস্যজীবীরা। এখনও দেখা নেই মাছের রাজা ইলিশের।ইলিশের আশায় বঙ্গোপসাগরের ভেতরে ট্রলার নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন মৎস্যজীবী রা। অনেক মৎস্যজীবী ট্রলার থেকে জাল ফেলে ইলিশের অপেক্ষায় রয়েছেন। কাঁকড়া, চিংড়ি, পমফ্রেট, ভোলা, ভেটকি মাছ ট্রলারে ভরে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে তাদের। বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে ট্রলার মালিকদেরও।রায়দীঘির ঘাটে গিয়ে কথা হলো কয়েকজন মৎস্যজীবীর সাথে। তাঁরা জানালেন,এবছর কয়েকমাস ধরে লকডাউন চলছে। তার উপর আমফান গেল। কাজ নেই আমাদের। খেতে পাচ্ছি না সে ভাবে। তাই আশায় ছিলাম এবারে প্রচুর পরিমানে ইলিশ মাছ পাবো। কিন্তু তা ও হলো না এখনো পর্যন্ত। রুপালি শস্যের ভাঁড়ারে এবার টান। কিভাবে আমাদের চলবে বুঝতে পারছি না।স্থানীয় ভাবে জানা গেল,এ বছর ডিজেলের দাম অনেক বেড়েছে। লকডাউনের কারণে বরফের দাম আকাশছোঁয়া। এর ওপর আবার প্রতিটি ট্রলারে ১৬ থেকে ১৮ জন মৎস্যজীবীর খরচ। সব মিলিয়ে সমুদ্রে চলার পথে যাতায়াত খরচ দাঁড়িয়েছে ট্রিপ পিছু তিন লাখের ওপরে। কিন্তু ইলিশ না পাওয়ায় বিশাল ক্ষতির সামনে পড়েছেন ট্রলার মালিকরা।আর হতাশ ট্রলার মালিকরাও। লকডাউন ও আমফানের জোড়া ধাক্কা কাটিয়ে ইলিশের আশায় এখনো গ্রাম বাংলার হাজার হাজার মৎস্যজীবী।আর আশায় খাদ্য প্রেমীরা।

কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হল মোবাইল কম্যান্ড পোস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য অত্যাধুনিক মোবাইল কম্যান্ড পোস্টের (এমসিপি) সূচনা করল।

এই এমসিপি-র মধ্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, যার সাহায্যে বিমানবন্দরে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে একটি যোগাযোগ কেন্দ্রের সাহায্যে সমন্বয়ের কাজ করা যাবে। ওই যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে জরুরি অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই তথ্য প্রচার করা হবে। এর জন্য বেশ কিছু অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু পরিকাঠামোও তৈরি করা হয়েছে। সেগুলি হল :

একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আট জন বসতে পারেন এরকম ব্যবস্থা যুক্ত গোল টেবিল সম্মেলনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

ডিজিটাল বোর্ড সম্বলিত একটি প্রোজেক্টর বসানো হয়েছে। চার ঘন্টা বিদ্যুত সরবরাহ হবে এরকম জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকছে। পিটিজেড ক্যামেরা বসানো হয়েছে যার সাহায্যে ৫০০ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। সেই ছবি ৪২ ইঞ্চি এলইডি মনিটরে ফুটে উঠবে।ওই ঘরটির ভিতরে একটি ডোম ক্যামেরা বসানো হয়েছে। দুই ঘন্টা বিদ্যু সরবরাহের জন্য একটি ইউপিএস রাখা হয়েছে। চারটি সুউচ্চ বাতি স্তম্ভে ২৫০ ওয়াটের আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সঙ্গে অতি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত মনিটরের ব্যবস্থা থাকছে যার সাহায্যে এটিসি (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল)থেকে যথাযথ নজরদারি চালানো যাবে।ওয়াকিটকি, জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্য কর্ডলেস মাইক, ব্লুটুথ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মেগাফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্ধারকারী দলকে সাহায্য করার জন্য রাত্রিবেলা অন্ধকারে ১২০ মিটার দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে এ ধরণের বাইনোকুলারের-ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ১০টি সাইন বোর্ড এবং দুটি তাঁবু রাখা হচ্ছে।

পরিষ্কার করার জন্য বেসিন এবং তিনটি বহনযোগ্য জলের ট্যাঙ্ক রাখা থাকছে। মোবাইল কম্যান্ড পোস্টের কাজ এই পোস্টে লিয়াজোঁ অফিসার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য পরিকল্পনা করবেন এবং উদ্ধারকাজ চালাবেন। ওই পোস্টে টো ট্র্যাক্টর, কোচ-সহ বিভিন্ন বহনক্ষম যানবাহনের ব্যবস্থা থাকছে। যারা দুর্ঘটনায় কোনওরকমের আঘাত পাবেন না তাদেরকে একটি জায়গায় বসানো হবে। আর যারা আঘাত পাবেন বা যাদের অবস্থা সংকটজনক হবে তাদের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা এবং দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সংস্থানও থাকছে। যারা আহত হবেন না, সারভাইভার রিসেপশন সেন্টারে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাটি তাদের দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে এবং এর জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ও এয়ারপোর্ট অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের সুবিধা এই পোস্টে থাকছে।

বিমানবন্দরের উদ্ধারকারী দল এবং দমকল বাহিনীকেও দ্রুততার সঙ্গে এই এমসিপি থেকে পাঠানো হবে। খেয়াল রাখতে হবে বিমান দুর্ঘটনা স্থল থেকে এর দূরত্ব যেন ৯০ মিটারের কম না হয়।

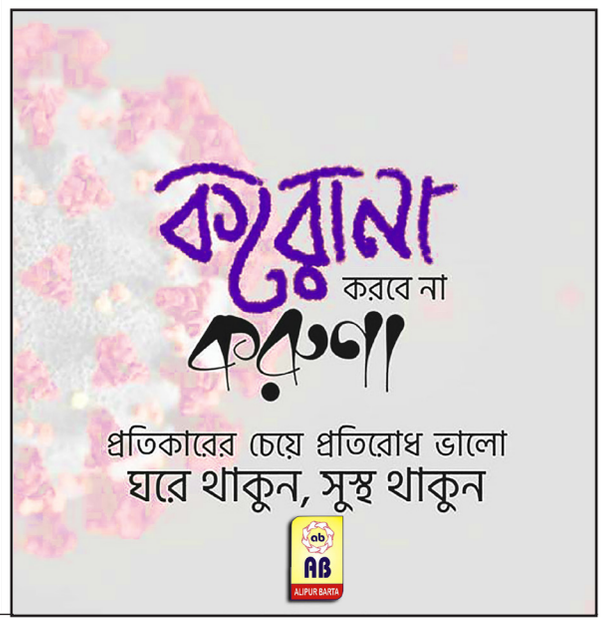

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com